ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখের কায়দায় ফেরার আভাস দিলেন সালমান — পৃঃ ৫

শেষ মুহূর্তে ভারতের বিশ্বকাপ দলে অশ্বিন — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭২ ● কলকাতা ● ১৫ আশ্বিন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

পেনের মধ্যে লুকানো ক্যামেরা!

পুরীর মন্দিরের ভিডিও করতে গিয়ে ধৃত যুবক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুরীর মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও তোলার অভিযোগ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। তাঁর নাম দেবেন্দ্র রাজুপুরিয়া। অভিযোগ দেবেন্দ্র রাজপুরিয়া পেনের মধ্যে ক্যামেরা লুকিয়ে নিয়ে পুরীর মন্দিরের প্রবেশ করেছিলেন। গোপনে মন্দিরের ভিতর ভিডিও করছিলেন।তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও পুরীর মন্দির থেকে এমন খবর সামনে এসেছে। কয়েক মাস আগেও এক বাঙালি ইউটিউবার খবরের শিরোনামে এসেছিলেন। অভিযোগ, ওই ইউটিউবার পুরীর মন্দিরের ভিডিও করছিলেন। পরে বিতর্কের জেরে ক্ষমা চেয়ে নেন ওই ইউটিউবার। এর পাশাপাশি, পুরীর মন্দির চত্বরে ড্রোন ওড়ানোও নিষিদ্ধ। তার জন্য সর্বদা নজরদারি চলে এই মন্দিরে।কিন্তু বিষয়টি নজরে পড়ে যায় এক নিরাপত্তা রক্ষীর। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

এরপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। তবে কী কারণে ওই ব্যক্তি ভিডিও করছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। একাধিক ধারায় ওই

এরপর ৩ পাতায়

রাজঘাটে অভিষেককে প্রাণে মারার চেষ্টা,

অভিযোগ সুদীপের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রাণে মারার চেষ্টা হয়েছে। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সত্যাগ্রহে'র পর রাজঘাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এহেন দাবি ঘিরে চাঞ্চলয় ছড়িয়েছে।সকালে রাজঘাটে ধরনার শুরুতেই কর্তৃপক্ষের তরফে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়। প্ল্যাকার্ড, পোস্টার না আনার অনুরোধও করা হয়েছিল। পালটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবেই এখানে অবস্থান করছি। যাওয়ার সময় সমস্ত প্ল্যাকার্ড, পোস্টার সরিয়ে জায়গা পরিস্কার করে দেওয়া হবে।' তার পরেও কেন পুলিশ তাদের উঠিয়ে দিল, কেন লাঠি উঁচিয়ে হুঁশিয়ারি দিল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।রাজধানীর বুকে কেন সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে প্রো মারার চেষ্টা করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রাজঘাট চত্বরে সবসময় ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তার উপর আজ গান্ধী জয়ন্তী। সেখানে ভিভিআইপিরা যাতায়াত করছেন। তাই নিরাপত্তার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সেখানেই সতয়াগ্রহ ছিল তৃণমূলের। তবে রাজঘাট থেকে সময়ের আগেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বের করে দেয় দিল্লি পুলিশ। তখনও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদরা সেখানে ছিলেন। কিন্তু জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য তাঁদের ৫ মিনিট সময় বেঁধে দেয় পুলিশ। যা নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে।

রীতিমতো লাঠি উঁচিয়ে, হুইসেল বাজিয়ে তাঁদের

এরপর ৩ পাতায়

দাবি আদায়ে দিল্লিতে অভিষেক,

তৃণমূলকে পাল্টা বিঁধে সিবিআই তদন্তের দাবি গিরিরাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সরাসরি প্রশ্ন গিরিরাজ সিং-এর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং নিজের ট্যুইটারে তিনি লিখছেন, 'শোনা গিয়েছিল সত্য তিক্ত তা শুনেছিলাম, কিন্তু সত্য দৃশ্যমান নয়, এটা প্রমাণ করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মমতাজি কি এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন?'বাংলার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। সেই টাকা আদায়ের দাবিতেই অবস্থান বলে দাবি তৃণমূলের। তৃণমূল নেতাদের হাতে পোস্টার রিলিজ বেঙ্গলস মানি। বাংলার ১ লাখ ১৫ হাজার কোটি টাকা কোথায়? চারদিকে মোতায়েন বিপুল সংখ্যায় পুলিস। এনিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এত পুলিসে কেন। এখানকার লোকেরই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। এনিয়ে ডেরেক ওব্রায়েন বলেন, হাজার হাজার পুলিস এখানে রেখেছে। কিন্তু আমরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ করতে এসেছি। আমাদের সাংসদ, বিধায়ক, নেতারা রয়েছেন। দুঘণ্টার জন্য এখানে আমরা বসব।নিজের ট্যুইটারে তিনি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, ইউপিএ সরকারে ১৪ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হলেও বিজেপি সরকার গত ৯ বছরে ৫৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এমএনআরইজিএ-তে। তিনি বলেন এই টাকা ব্যবহার করে প্রাইভেট মুনাফাতে সাহায্য করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে

এরপর ৩ পাতায়

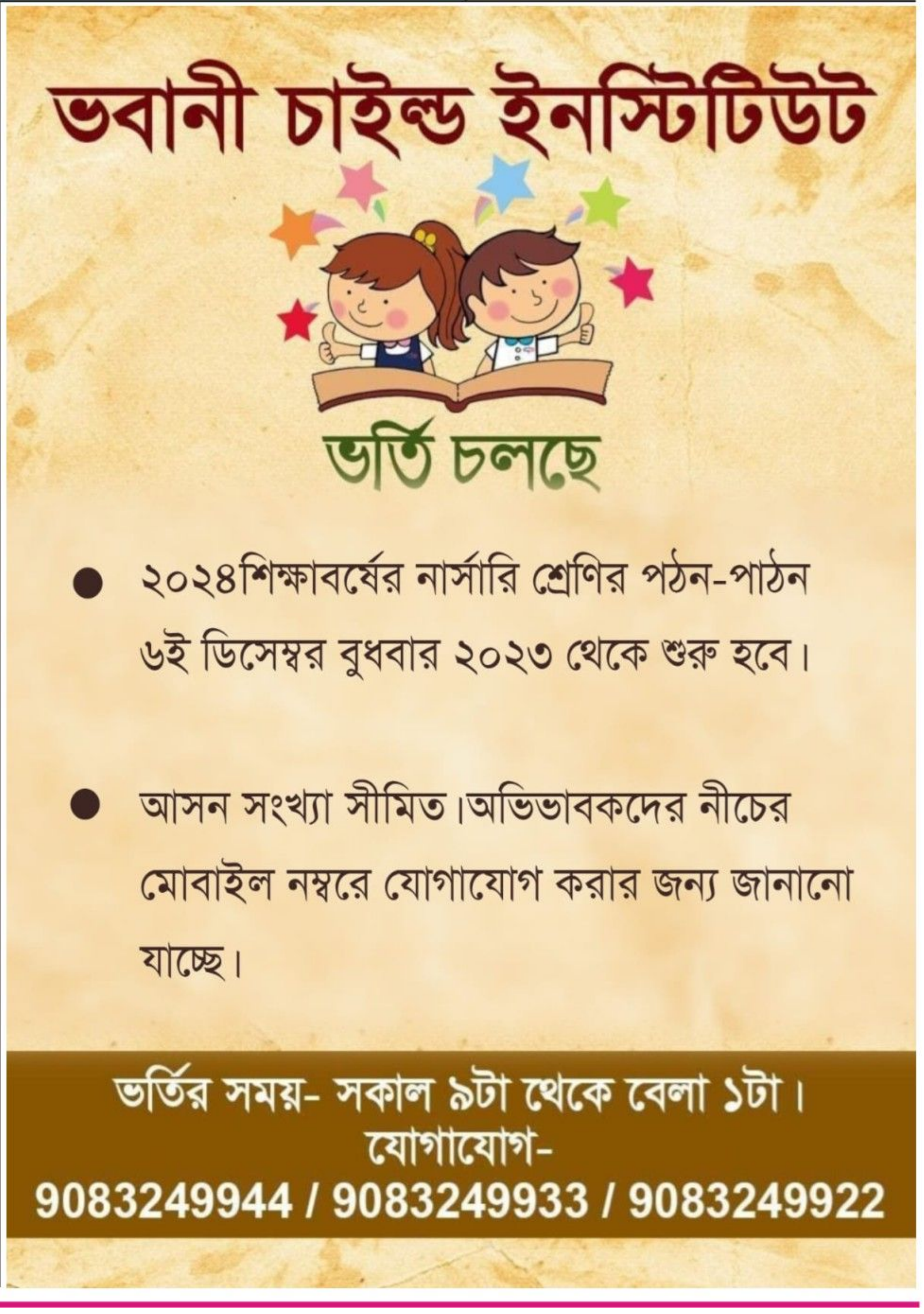

যন্তর মন্তরেই বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের

বসতে দিল দিল্লি পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যন্তর মন্তরে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'-র অভিযোগে ধর্নার জন্য আবেদন জানালেও তৃণমূলকে লিখিত অনুমতি দেয়নি দিল্লি পুলিশ। সেই জায়গাতেই ধর্নার জন্য অনুমতি পেল এ রাজ্যের প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা। সোমবার, গান্ধীজয়ন্তীতে যন্তর মন্তরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে দিল্লিতে ধর্নায় বসেছেন প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা।পুলিশের এই 'অতি সক্রিয়তা' নিয়ে প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের অন্দরে। প্রসঙ্গত রাজধানী দিল্লির পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন। যে মন্ত্রকের দায়িত্বভার সামলান শাহ। তাই এই 'সক্রিয়তা'র নেপথ্যে বিজেপির হাত রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও তুলছেন তৃণমূলের কেউ কেউ। তবে প্রকাশ্যে এই নিয়ে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না শাসকদলের কেউই। এর মধ্যেই যন্তরমন্তরে ধর্নার অনুমতি পেলেন প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীরা, যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।নিয়োগের দাবি তুলেছেন। তাঁদের অবস্থানের অনুমতি দেওয়ার পরেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে উঠছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। সোমবার দিল্লির থানায় গিয়ে যন্তর মন্তরে অবস্থানের জন্য লিখিত ভাবে অনুমতি চান দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২০০৯ সালের চাকরিপ্রার্থীরা। ৩০ মিনিটের জন্য যন্তর মন্তরে বসার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। যন্তরমন্তরের পর রাজঘাটে যাবেন তাঁরা, যেখানে ধর্নায় বসেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরিপ্রার্থীরা জানিয়েছেন, সেখানে গিয়েও নিয়োগের দাবিতে অবস্থান করবেন তাঁরা। তাঁরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন তাঁরা বঞ্চিত। এক চাকরিপ্রার্থী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ''আমরা যখন অভিষেকের কাছে যাচ্ছি, বারবার গ্রেফতার করা হচ্ছে। তিনি এখানে এসেছেন বঞ্চনার কথা বলতে। আমাদের বঞ্চনার কথা তিনি শোনেন না। ওঁর বঞ্চনার কথা সরকার কেন শুনবে?'' প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে লিখিত ভাবে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। এ হেন চাকরিপ্রার্থীদের যন্তরমন্তরে ধর্নায় বসার অনুমতি দেওয়ায় প্রশ্নের মুখে পুলিশ।সোম এবং মঙ্গলবার দিল্লিতে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র অভিযোগে প্রতিবাদ কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূলের। এই কর্মসূচিকে ঘিরে 'অতিসক্রিয়' হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশ বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। 'অতি সক্রিয়' হয়েই তৃণমূলকে যন্তরমন্তরে দিল্লি পুলিশ ধর্নায় বসতে দেয়নি বলে দাবি তৃণমূলের। যদিও রাজ্যের প্রাথমিক চাকরিপ্রার্থীদের সেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

সোমবার সকাল থেকেই দিল্লিতে ঢুকতে শুরু করেছে তৃণমূলের একের পর এক বাস। বাসযাত্রীদের প্রত্যেককেই রাখা হচ্ছে সেখানকার অম্বেডকর ভবনে। দলীয় সূত্রে খবর, ওই ভবনে বিশ্রাম নিয়েই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন দলের কর্মী এবং কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে 'বঞ্চিত' হয়েছেন বলে অভিযোগ তোলা মানুষেরা। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালেই অম্বেডকর ভবনে যায় দিল্লি পুলিশের একটি দল। ক'টি বাস এসেছে, ক'টি বাস আসার সম্ভাবনা রয়েছে, দিল্লিতে আসা কর্মী-সমর্থকদের দেখভালের দায়িত্বে কারা রয়েছেন, সেই বিষয়ে খোঁজখবর নেয় পুলিশ।

হাওড়া পুরসভাকে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাওড়ায় বিজেপির স্বচ্ছতা অভিযানে যোগ দিতে গিয়ে হাওড়া পুরসভাকে এক হাত নিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার মধ্য হাওড়ার ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের রিং রোডের ওই কর্মসূচিতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, হাওড়া পুরসভা তার সাফাইকর্মীদের ঠিক মতো বেতন দেয় না। সাফাইয়ের জরুরি সামগ্রীও তাঁদের দেয় না।রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ প্রসঙ্গে হাওড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী বলেন, "পুরসভার সাফাইকর্মীদের এক জনেরও বেতন আজকের তারিখ পর্যন্ত বকেয়া নেই। আর কোনও সাফাইকর্মী আজ পর্যন্ত জানাননি যে তাঁদের সাফাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। ওঁর কাছে কেউ ভুল তথ্য দিচ্ছেন।"এ দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ হাওড়া জেলা সদর বিজেপির উদ্যোগে হওয়া স্বচ্ছ ভারত

অভিযান কর্মসূচিতে মধ্য হাওড়ার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডুমুরজলা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় যান শুভেন্দু। রাস্তার ধারে দলীয় নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে প্রতীকী সাফাই অভিযান করেন তিনি। সেখানেই সাফাইকর্মীদের বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন।

বারাসাত ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর

চৈতালি ভট্টাচার্য এর উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি

রুপা সাহা: নিউজ সারাদিন : বারাসাতে ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে সামাজিক কর্মসূচিতে প্রায় উদ্যোগ নিতে দেখা যায় কাউন্সিলার চৈতালী ভট্টাচার্যকে। সম্প্রীতি তেমন একটি সামাজিক কর্মসূচিতেই সূচনা করেছিলেন চৈতালি ভট্টাচার্য, যেখান থেকে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রধান ও সামাজিক সুরক্ষা দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের এই অনুষ্ঠানে স্মারক দিয়ে সম্মান যাপন করেছেন তিনি। সমাজের আমরা দ্বিতীয় ভগবান বলি ডক্টরকে সেই সব ডক্টরদেরকে তিনি সংবর্ধনা যাপন করেছেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী মহাশয়, অনুষ্ঠানটি বিধায়ককে সম্মান যাপন করার পর শেষ করেছেন সাম্প্রতিকালে।

অধ্যাপনার দিনগুলো আজও মিস করেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরএসএস আদর্শে বিশ্বাসী। অধ্যাপক। সুকান্ত মজুমদারকে রাজ্য সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়ায় বিজেপির বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছিলেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। গত ২ বছরে নানা তর্কে-বিতর্কে শিরোনামে উঠে এসেছেন সুকান্ত মজুমদার। তবে অনেকেই জানেন না, বটানি বা উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় তাঁর অবদানের কথা।উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বটানি নিয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন সুকান্ত মজুমদার। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই আরএসএস-এর সংস্পর্শে আসেন তিনি। পরবর্তীতে রাজনীতির সঙ্গেই যোগ বাড়তে থাকে ক্রমশ। তবে অধ্যাপনা থেকে রাজনীতিতে এলেও গড্ডলিকা প্রাহে গা ভাসাননি বলেই দাবি বিজেপির রাজ্য সভাপতির। তিনি বলেন, “নিজের একটা রাস্তা তৈরি করা ভাল। সেই রাস্তায় আমি চলব। আমার সঙ্গে যদি মানুষ আসে তাহলে বাংলায় সংস্কৃতির পরিবর্তন হবে।”তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল মূলত অর্গানিক ফার্মিং বা জৈব পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ। বর্তমানে যুগে এই বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। আজ সে সব গবেষণার সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে সুকান্তর। তবে মাঝে মধ্যে সে সব গবেষণাপত্রের পাতা ওল্টাতে ভোলেন না তিনি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটানির অধ্যাপক ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি জানিয়েছেন, বটানিতে বেশ কিছু গবেষণা আছে তাঁর। মাঝে মাঝে খুলে দেখেন 'সাইটেশন' কোথায় পৌঁছল। বিশ্বের কোথায়, কোন গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার উল্লেখ রয়েছে, সেটাকে 'সাইটেশন' বলা হয়। সুকান্ত বলেন, “সম্প্রতি দেখলাম 'সাইটেশন' ৩৫০ হয়েছে। যদিও এটা এমন কিছুই নয়। আর এখন রাজনীতিতে এটা খুব একটা কাজে লাগে না। মিস করি।”

চলন্ত ট্রেনে পূর্ব ,পশ্চিম বর্ধমানে

ডেঙ্গু সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

সংবাদদাতা, নিউজ সারাদিন : কলকাতা, হুগলী, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমানে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত বেড়েই চলেছে। বর্ধমানের পাশা পাশি হুগলী জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত বাড়ছে। পশ্চিম বর্ধমানেও বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গুর খবর শোনা গেছে। ডেঙ্গুর হাত থেকে বাঁচাতে, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমানে ডেঙ্গু সচেতন করতে চলন্ত ট্রেনে, ট্রেনে ঘুড়ে যাত্রীদের স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে ডেঙ্গু সচেতন করছেন। বর্ধমান রেল স্টেশন থেকে দুর্গাপুর আসানসোল গামী ট্রেনে চেপে চলন্ত ট্রেনে পূর্ব বর্ধমান রেল স্টেশন সহ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত চলন্ত ট্রেনে ডেঙ্গু সচেতন করতে দেখে রেল যাত্রীরা অনেকেই বললেন এ এক অভিনব সচেতনের প্রচার। রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী জাতীয় সম্মানিত শিল্পী খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে চলন্ত ট্রেনে ট্রেনে ডেঙ্গু সচেতন করে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুললেন। তিনি শুধুমাত্র আর পাঁচ জনের মত একজন বাউল শিল্পী নন তিনি রাজ্যের একমাত্র নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের বাউল লোক শিল্পী রূপে সম্মানীত। তার প্রমাণ আবার রাখলেন চলন্ত ট্রেনে ডেঙ্গু সচেতন করে । পৌরসভা পঞ্চায়েত, সাস্থ্য দপ্তর, কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকার কে সচেতন করার জন্য চলন্ত ট্রেনে ট্রেনে ডেঙ্গু সচেতন সচেতন করে এক নজির সৃষ্ঠি করলেন।তিনি বাউল গানে গানে বলছেন " জমা জলই মশা বাহিত রোগের কারণ। বাড়ির আসে পাশে খানা, ডোবায়, গর্তে জল জমিয়ে ডেকে এনো না গো মরণ। আরও বললেন দিনে রাতে শোবার সময় মশারিটা টাঙাতে ভুলো না। মশারীটা না টাঙ্গালে ডেঙ্গি মশার হাত থেকে রক্ষা পাবে না।। তিনি গানে গানে ডেঙ্গ রোগ কি করে হয় ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ কি রেল যাত্রীদের বোঝান। আবার বক্তব্যে পৌরসভা পঞ্চায়েত সাস্থ্য দপ্তর জেলা প্রশাসন রাজ্য সরকার সকলকেই সচেতন করেন। নিয়মিত রাস্তা ঘাট ,ড্রেন নর্দমা পরিষ্কার করতে হবে রাস্তা ঝাঁট দিতে হবে আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। মশা মারার কিট নাশক ওষুধ ও তেল স্প্রে করতে হবে, কামনা দেগে মশা মারার ধোঁয়া দিতে হবে, জনগন ও সরকার উভয়কেই সচেতন হতে হবে। প্রচুর জ্বর হলে জ্বর বাড়লে কমলে , পেট খারাপ গাঁটে গাঁটে ব্যাথা, গায়ে লাল কালো ছোপ এই সব লক্ষণ দেখা গেলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। আরও বলেন গানে গানে রক্তে এলাইজা টেস্ট করলে তবেই কিন্তু ডেঙ্গু হয়েছে কিনা ধরা পড়ে । সুতরাং জ্বর হলেই অযথা ডেঙ্গু হয়েছে বলে কেউ আতঙ্কিত হবেন না। এর আগেও করোনা লক ডাউন সচেতন নিয়ে, ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করছেন রাজ্যের জেলায় জেলায় মানুষকে বাঁচাতে, রক্ষা করতে নিজের জীবনের ঝুকি নিয়ে ছুটে গেছেন রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা কোল ডুগী বাজিয়ে ডেঙ্গু নিয়ে নিজেই গান লিখে সুর করে বাউল গানে সচেতন করতে।আকাশবাণীর গীতিকার স্বপন দত্ত বাউলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলো গোটা রাজ্য । স্বপন বাউল বলেন যত দিন বাঁচব মানুষের জন্য কাজ করে যাব মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করব সবসময় নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে। রেল যাত্রী তমালিকা সেন গুপ্ত ও পল্লব রায় , মানসী দাস রা স্বপন দত্ত বাউলের এই জনসেবা সমাজসেবার প্রশংশা করেন। কিছু দিন আগে পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল মহাশয় স্বপন দত্ত বাউলের নিঃসার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন নিয়ে প্রশংশা পত্র দিয়েছেন।

সিবিআই তদন্তের হুমকি গিরিরাজের,

স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রীকে পালটা গ্রেফতারির দাবি অভিষেকের

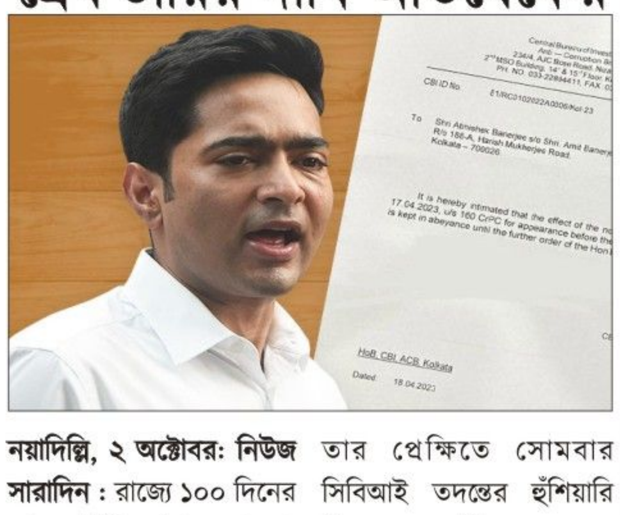

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর: নিউজ সারাদিন : রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যে দুর্নীতির অভযোগ উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে সোমবার সিবিআই তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ।পালটা

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপির যেসব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও

সাংসদরা বিধানসভার টিকিট পাচ্ছেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি রাজস্থানের জন্য ৫৪ জন প্রার্থীর নাম অনুমোদন করেছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সেখানে ছটি বিধানসভা আসনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের প্রার্থী করা হতে পারে। সূত্রের আরও খবর, কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিতে রাজস্থানের যেসব আসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলি সবই বি ক্যাটেগরির আসন অর্থাৎ এই আসনগুলিতে গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরেছিল। সূত্রের খবর, বিলাসপুরের সাংসদ ও ছত্তিশগড় বিজেপির সভাপতি অরুণ সাউকে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে দেখা যেতে পারে। বিজেপি তাদের রায়পুরের সাংসদ সুনীল সোনিকেও টিকিট দিতে পারে। ইতিণধ্যেই দুর্গের সাংসদ বিজয় বাঘেলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুরগুজা আসনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেণুকা চৌধুরীকেও বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের ময়দানে দেখা যেতে পারে। বিজেপি সূত্রে খবর, দু-একদিনের মধ্যে দলের ছত্তিশগড়ের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে। এর আগে মধ্য প্রদেশেও একই পন্থা নিয়েছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটি। হেরে যাওয়া আসনগুলিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের মতো কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রার্থী করে বিজেপি। সেই পথই অনুসরণ করা হচ্ছে রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে।

রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যেসব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদদের প্রার্থী করতে পারে তাঁরা হলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

রাজঘাটে অভিষেককে প্রাণে মারার চেষ্টা, অভিযোগ সুদীপের

এলাকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দিল্লি পুলিশের 'উতপাতে' মাঝপথেই সাংবাদিক সম্মেলন থামিয়ে দিতে হয় অভিষেককে। এর পরই বিস্ফোরক অভিযোগ করেন সুদীপ। কিন্তু কে বা কারা, কেন অভিষেককে প্রাণে মারার চেষ্টা করল, তা নিয়ে কিছু জানাননি সুদীপ। এদিকে ধরনায় ফোন খোয়ান সাংসদ শান্তনু সেন, শতাব্দি রায়। রাজঘাট থেকে তৃণমূলের সাংসদ বিধায়করা যান বিজয়ঘাটে। সেখানে জুতো হারান রাজ্যের মন্ত্রী সুজিত বসু। রাস্তা হারিয়েছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানিও।

১-ম পাতার পর

দাবি আদায়ে দিল্লিতে অভিষেক, তৃণমূলকে পাল্টা বিঁধে সিবিআই তদন্তের দাবি গিরিরাজ

বেশ কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দিতে বলা হলেও তা দেওয়া হয়নি।

গিরিরাজ আরও কিছু প্রশ্ন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। তইই আরও বলেন ইউপিএ সরকার মাত্র ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা দিয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার গত ৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য ৪৫ লাখ বাড়ি বানিয়েছে। তিনি মিডিয়া রিপর্ট তুলে ধরে প্রশ্ন করেছেন যে দুইতলা বাড়ি আছে এমন মানুষও আবাস যোজনার টাকা পেয়েছেন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাস যোজনার নাম বদলে মানুষকে ঠকিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গ্রামন্নয়ন মন্ত্রী সরাসরি সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। দিল্লিতে তৃণমূলের ধরনার দিনেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

প্রকল্পে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাঁর সমস্ত খতিয়ান তুলে ধরেছেন তিনি। তিনি দাবি করেছেন যে কোনও প্রকল্পে টাকা আটকে রাখা হয়নি।গিরিরাজ সিং সাংবাদিকদের সামনে জানিয়েছেন, 'এরা গরিবের হক লুঠ করতে শুরু করেন এমএনআরইজিএ-র নামে। এমএনআরইজিএ-তে আমরা ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৫৪ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। এখন মনে হচ্ছে সময় এসেছে যে এর তদন্ত সিবিআই-কে দিতে হবে'।

তিনি দাবি করেছেন যে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে দিল্লিতে নিয়ে এসে দেশের মধ্যে অরাজকতা ছড়ানোর কাজ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন কেন্দ্রীয় টিম তদন্তের জন্য রাজ্যে এলে তাঁদের সঙ্গে অসহযোগিতা করা হয়েছে। তিনি স্পষ্ট বলেন ২৫ লক্ষ জবকার্ডে দুর্নীতি হয়েছে এবং যখন তদন্ত কমিটি গিয়েছিল তখন তাদেরকেও সহযোগিতা করা হয়নি।

রাজ্যের বকেয়া আদায়ে আজ দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল নেতারা। কলকাতা থেকে বাসে চড়ে দিল্লি গিয়েছেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ও 'বঞ্চিতারা'। সোমবার সকালেই রাজঘাটে গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেখানে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন তৃণমূল নেতারা। হাতে প্লাকার্ড ও কালো ব্যাজ পরে রাজঘাটে অবস্থান শুরু করেছেন তাঁরা।

১-ম পাতার পর

পেনের মধ্যে লুকানো ক্যামেরা! পুরীর মন্দিরের ভিডিও করতে গিয়ে ধৃত যুবক

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরীর মন্দিরে ভিতর ভিডিও তোলা নিষিদ্ধ। কেউ লুকিয়ে ভিডিও করলে তার জন্য শাস্তি রয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী, দু মাসের জেল এবং হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। তবে ওই ব্যক্তি কেন ভিডিও করছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। ওই ব্যক্তিকে জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

২ পাতার পর

সিবিআই তদন্তের হুমকি গিরিরাজের, স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রীকে পালটা গ্রেফতারির দাবি অভিষেকের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সিবিআই এর কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই । সারদা-সহ বহু মামলার নিষ্পত্তি করতে পারেনি সিবিআই । কিন্তু তবুও যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিবিআই তদন্ত করাতে চান তাতে তৃণমূলের কোনও আপত্তি নেই । কিন্তু প্রমাণ ছাড়া ক্রমাগত রাজ্যের নামে বদনাম করে চলেছেন মন্ত্রী । কেন্দ্র আটকে রাখায় রাজ্যে হাজার হাজার গরিব মানুষ সমস্যায় পড়ছেন, তাই তাঁকে আগে গ্রেফতার করা উচিত সিবিআই'য়ের । "বিজেপি নেতাদের কাছে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে তাঁরা কেন রাজ্যের কোনও থানায় অভিযোগ দায়ের করছেন না ?" এই প্রশ্নও এদিন তোলেন অভিষেক ।এদিন দিল্লিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই সিবিআই তদন্তের হুঁশিয়ারিকে স্বাগত জানিয়ে, পালটা তাঁকে গ্রেফতারের দাবি তুললেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিষেক জানিয়েছেন, কেন্দ্র যদি সিবিআই তদন্ত করতে চায়, তাহলে তৃণমূলের কোনও আপত্তি নেই । কিন্তু গরিব মানুষের বকেয়া টাকা দিতে হবে এবং প্রমাণ ছাড়াই দুর্নীতি নিয়ে যে মিথ্যে অভিযোগ গিরিরাজ সিং করছেন তার জন্য মন্ত্রীকে আগে গ্রেফতার করতে হবে ।১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া পাওনা আদায়ে সোমবার থেকে দিল্লিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু করেছে তৃণমূল । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মঙ্গলবারও এই কর্মসূচি চলবে ।এই প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে যান তৃণমূল নেতা, মন্ত্রী সাংসদরা । সোমবার দুপুরে দিল্লিতে যখন এই কর্মসূচি পালন করছিল তৃণমূল নেতৃত্ব, তখন বিহারের বেগুসরাই থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং । সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, কেন্দ্রের পাঠানো দল পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ১০০ দিনের কাজ, গ্রামীণ আবাস যোজনার মতো বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতির হদিশ পেয়েছে । এই বিষয়ে প্রয়োজনে তাঁর মন্ত্রক এবার সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করবে ।

২ পাতার পর

বিজেপির যেসব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদরা বিধানসভার টিকিট পাচ্ছেন

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী কৈলাশ চৌধুরী, জয়পুর গ্রামীণের সাংসদ রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, রাজসমন্দের সাসদ দিয়া কুমারী, চুরুর সাংসদ রাহুল কাসওয়ান এবং আলোয়ারের সাংসদ বাবা বালক নাথ ।বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকে ছত্তিশগড়ের প্রায় সব আসনের প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। নির্বাচন কমিটিতে প্রায় ৬৯ টি আসনে প্রার্থীদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একদিকে যেমন বর্তমান বিধায়কদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। আবার মধ্যপ্রদেশের ফর্মুলাও কার্যকর করে সাংসদ ও মন্ত্রীদেরও নামানো হতে পারে।

আইসিসকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের লোকেদের মারছে পাকিস্তান, ফাঁস করে দিল তালিবান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বালুচিস্তানে হামলা নিয়ে ভারতের দিকে তির ছুঁড়েছিল পাকিস্তান। ভারতের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য তারা নানা কথা বলা শুরু করেছিল। এবার তালিবান অধ্যুষিত আফগানিস্তানের মুখপাত্র জানিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের সরকার এর পেছনে রয়েছে।কার্যত পাকিস্তান হামলা নিয়ে যা দাবি করেছিল তাকে উড়িয়ে দিল তালিবান। এই হামলার পেছনে যে আইসিস রয়েছে সেটাও পরিষ্কার করে দিয়েছে তারা। তাদের দাবি, পাকিস্তান নিজেরাই এই হামলা পেছনে রয়েছে।

সরাসরি পাকিস্তানের যে হাত রয়েছে এই হামলার পেছনে সেটাই পরিষ্কার করে দিল আফগান-তালিবান মুখপাত্র। এনিয়ে কাবুল ও আফগানের মধ্যে ফের নতুন করে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিল মনে করা হচ্ছে।আসলে বালুচিস্তানে আত্মঘাতী হামলায় অনেকজনের মৃত্য হয়েছিল। খাইবার পাখতুনখাওয়াতেও এই হামলা হয়েছিল। ধর্মীয় সভাকে নিশানা করে এই হামলা চালানো হয়। প্রায় ৫০জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছিল হামলায়।

আর তারপরই পাকিস্তানের মন্ত্রী দাবি করেন এই হামলার পেছনে ভারতের র রয়েছে। এদিকে কোনও জঙ্গি সংগঠনে এই হামলার দায় নিতে চায়নি। এরপর ভারতের র-এর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চেয়েছিল পাকিস্তান। তবে আফগানিস্তান-তালিবান মুখপাত্র কার্যত হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়েছে।

তাদের দাবি আই এস আই এস -কে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান নিজেই নিজেদের লোকেদের মারছে। তালিবান মুখপাত্র আমির সাদ জানিয়েছে, এই হামলার পেছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে। তাদের দাবি আই এস আই এস এই ঘটনার পেছনে রয়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। পাকিস্তান আইসিস জঙ্গিদের মদত দেয়।

মন্ত্রীরা খুঁজে পেলেন না জুতো-গাড়ি, সাংসদের খোয়া গেল ফোন; রাজঘাটে হতাশ তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমানে রাজ্যে একাধিক দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড়। গরু পাচার থেকে কয়লা পাচার, নিয়োগ দুর্নীতি। একজোটে সব দুর্নীতির তদন্তে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। এবার কয়লা পাচার নিয়ে নানা তথ্য ইডির হাতে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়লা পাচারের বিষয় মসৃন করতে একাধিক ছোট বড় পুলিশ আধিকারিকরা জড়িত ছিল, এই অভিযোগ বহু পুরোনো। এই 'ভেট' যাতে নিয়ম করে 'প্রতি মাসে ওই পুলিশকর্তাদের হাতে পৌঁছে যা তা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জেলাগুলির সংশ্লিষ্ট মহকুমার জন্য এক জন হিসাবরক্ষক ও এক জন গাড়িচালককে । পাচারকারীদের নির্দেশ মতো সেই টাকার হিসেব ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করতে রাখতেন ওই হিসাবরক্ষক ও গাড়িচালকেরা। ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে এমন কিছু ডায়েরিও উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক পুলিশ অফিসার ও বিভিন্ন থানার ওসি-আইসিকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। তাদের আয়-ব্যয়, সম্পত্তির হিসাব, ব্যাঙ্ক ডিটেলস সমস্ত কিছু ইডির নজরে।দুর্নীতিতে সাহায্যের বিনিময়ে পুলিশ কর্তারা পেতেন 'ভেট' বা 'প্রোটেকশন মানি', এমনটাই দাবি ইডির ।

আর সেই টাকার পরিমাণ শুনলে চোখ কপালে উঠবে এমনটাই স্বাভাবিক। কয়লা পাচার মামলায় প্রমাণ হিসেবে আদালতে ইডি-র তরফে জমা দেওয়া একটি ডায়েরির পাতায় লেখা রয়েছে, এসডিপিও: ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সার্কল ইনস্পেক্টর : ৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। স্থানীয় থানার ওসি: ৬ লক্ষ টাকা। আর এই হিসেবই হল ইডির মূল অস্ত্র ।

ইডির দাবি, ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বর, এই তারিখে কয়লা দুর্নীতিতে মোট ১৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে শুধু এই তিন পুলিশকর্তাকে। তিনজনের একদিনের পাওনার অঙ্ক ১৬ লাখের অধিক। তদন্তের ভিত্তিতে ইডির দাবি, এই ধরণের পুলিশকর্মীদের একাংশের সঙ্গে পাঁচ বছর ধরে অভিযুক্তদের কম করে ২০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। যেই অঙ্ক দেখে ভিরমি খাচ্ছে খোদ ইডিও।

গোয়েন্দাদের দাবি, ২০১৫ থেকে ২০২০ এই ৫ বছরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকায় ৫০টিরও বেশি থানায় একাধিক পুলিশকর্তাকে মাসিক 'ভেট' দেওয়া হত কয়লা পাচারের পথ মসৃন করতে। তবে এরা যে বড় পদমর্যাদার পুলিশ তেমনটা নয়। পদের নিরিখে এরা ছোট থেকে মাঝারি শ্রেণীর।

টাকার দিক থেকে বিবেচনা করলে উল্লেখিত জেলা গুলির প্রতিটি থানায় গড়ে মাসে ৭-৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হত। ৫ বছরে যার পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ২০০ কোটি। এমনটাই ধারণা ইডির। ইডি সূত্রে দাবি, কয়লা পাচারের মূল অভিযুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লাল, তার ঘনিষ্ঠ একাধিক কয়লা মাফিয়া ও অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ভেটের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭২ সংখ্যা ০৩ অক্টোবর, ২০২৩ মঙ্গলবার ১৫ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পুলিসের মাইকিংয়ে রাজঘাট ছাড়ল তৃণমূল; ভয়ে পালিয়েছে, পাল্টা শুভেন্দুর

সাড়ে তিনটে পর্যন্ত রাজঘাটে তৃণমূলের সত্যাগ্রহ করার কথা ছিল তৃণমূলের। তার মধ্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে মাইকিং করে এলাকা খালি করে দিতে বলে পুলিস। রাজঘাট ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের অভিযোগ এলাকা খালি করার জন্য তাদের উপরে জোর করা হয়েছে।অভিষেকের দাবি, নরেন্দ্র মোদী, গিরিরাজ সিংয়ের জেদের কারণে রাজ্যের ৩ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। আবাস যোজনার ৬০ শতাংশ টাকা কেন্দ্র দিতে বদ্ধপরিকর। সেই টাকা আটকে রেখেছে। একশো দিনের টাকা ১৫ দিনের মধ্যে কেন্দ্র মিটিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু প্রায় ২ বছর সেই টাকা কেন্দ্র বাংলাকে দেয়নি। দিল্লির মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ, আগামিদিনে জোর লড়াই হবে তৈরি থাকুন। মাঠ আপনার, ময়দান আপনার, রেফারি আপনার। তৃণমূল কংগ্রেস আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে, আগামিদিনে দেখব আপনার ক্ষমতা কত আর মানুষের ক্ষমতা কত।

এনিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার দাবি, পুলিস জোর করে রাজঘাট খালি করে দিতে বলেনি, পুলিস দেখে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।রাজ্যের বকেয়া আদায়ের দাবিতে দিল্লির রাজঘাটে আজ সত্যাগ্রহ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল নেতারা। অবস্থানের মধ্যেই পুলিসে এসে জায়গা খালি করে দিতে বলে। কারণ রাজঘাটে কারও বসে থাকার অনুমতি নেই। ওই ঘোষণা শুনে রাজঘাট থেকে বেরিয়ে আসেন তৃণমূল নেতারা। সাংবাদিকদের সঙ্গে অভিষেক যখন কথা বলছিলেন সেইসময় ফের হুঁশিয়ারি দেয় পুলিস। মাঝপথে কথা থামিয়েই রাজঘাট ছাড়েন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, আপনারা জানেন আজ আমাদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছিল রাজঘাটে। ভারতের যে কটি স্মৃতিসৌধ করেছে তার অন্যতম রাজঘাট। এর আলাদা তাতপর্য রয়েছে। গান্ধীর দেখানো পথ শান্তির পথ, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যে অবদার তারই প্রতীক এই রাজঘাট। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার প্রতি বঞ্চনা নিয়ে আমরা একাধিকবার মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার জন্য চিঠি দিয়েছি। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বর্তমানে কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্যের পাওনা ১ লক্ষ ১৫ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে একশো দিনের টাকা ও আবাস যোজনায় ১৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে বাংলার। এই টাকা জোর করে আটকে রাখা হয়েছে।রাজ্য বাড়ি ধসে ৩ শিশুর মৃত্যুর কথা টেনে অভিষেক বলেন, আপনারা জানেন ২ দিন আগেই বাঁকুড়ায় ৩টি ছোট্টা শিশু উঠনে খেলা করেছিল। দেওয়াল ভেঙে তা চাপা পড়ে তাদের মৃত্যু হয়েছে। আজ যদি তাদের পাকা বাড়ি থাকতো তাহলে তাদের মরতে হতো না। কেন্দ্রের জেদ, বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখব। আবাস যোজনার তালিকায় ওই ৩ শিশুর পরিবারের নাম ছিল। তা তারা পায়নি। বাড়ির টাকা বন্ধ, জলের টাকা বন্ধ, রাস্তার টাকা বন্ধ, একশো দিনের টাকা বন্ধ। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে মালা দিয়ে আমরা রাজ্যের অধিকার আদায়ের লড়াই শুরু করেছি। ঠিক একটার সময়ে এখানে ঢুকেছি। একটা ১০ থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান শুরু করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেক ১০ মিনিট অন্তর সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, দিল্লির পুলিস এসে মহিলাদের উপরে আক্রমণ করে, ধস্তাধস্তি করে। বলে এই আন্দোলন বন্ধ করতে হবে। এখানে বসার অনুমতি নেই। তাদের জানা উচিত মহাত্মা গান্ধী কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সবাই এখানে এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারে। জোর করে পুলিস তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। আমরা ২ ঘণ্টা থাকব বলেছিলাম। কোনও রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হয়। বাংলার টাকা ছাড়ার দাবিতে আমরা প্লাকার্ড নিয়ে অবস্থান করেছি।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তার যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধান। আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা বলতে চাই... নবদ্বীপের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা খুবই কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয়ও ... তাই নবদ্বীপ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা অনেক তথ্য জেনে তবেই সেটিকে প্রকাশ করার প্রয়াস করছি...।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। ক্রমশঃ

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

নিজের জীবন দিয়ে ,প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা ক্ষণে, প্রতিটা সেকেন্ডে যা অনুভূতি পেয়েছি ভগবান সম্পর্কে সেই কথাগুলো ঈশ্বরী কথা বইয়ের গবেষণামূলক তথ্য দিয়ে মানব সমাজের তুলে ধরছি। যা প্রতিটি মানুষের চলার পথে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এই বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় ভগবান বাই ঈশ্বরের আরাধনার মুহূর্তগুলো। ভক্তিভরে ভগবান কে ডাকলে ভগবান ভক্তের ডাকে সাড়া দেয়, এ কথাটা সত্যি এবং চিরন্তন হতে চলেছে। যুদ্ধবিগ্রহ অশান্তি এবং প্রতিটা পদক্ষেপে ছায়া ঘটে চলেছে একমাত্র তার ইশারায়, তিনি সর্বদায় সজাগ সজ্ঞানে এই ব্রহ্মাণ্ড টাকে পরিচালনা করছে। ঠিক যেমন একটি নৌকাকে মাঝি যেভাবে নৌকাকে পরিচালিত করে ,ঠিক তেমনি ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডটাকে পরিচালনা করছে। আমরা নিমিত্র মানুষ আমাদের নাচে একুল, নাচ ওকুল সবকিছু শেষেই একবার ঈশ্বর কুলেই যেতেই হবে। তার জন্য বসে রয়েছে ধর্মরাজ যমকে নিয়ে, সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে এইহলোক থেকে পরলোকে নিয়ে যাবে সেই জন্য ।তাই মানুষ বড় অসহায় জীব। সে বিপদ রাশি দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত। প্রতিক্ষণেই তাহার নানা বিপদ বিঘ্ন ও দুঃখ ঘটিতে পারে, মানুষের অজ্ঞাত সারেও বহু বিপদ ঘটে, এই অবস্থায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই মানবের একমাত্র উপায় ও রক্ষাকর্ত্তা এবং অগতির গতিদায়ক। বিপদকালে যে ব্যক্তি অধীর না হয়ে ভগবানের উপর সম্যক নির্ভর করে ভগবান তাহার অন্তরে বিপদ উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করে। আর সেই কারনে

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন? প্রত্যেকের মনেই কোন না কোন সময় একটি প্রশ্নটি জাগ্রত হয়। সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন চালক থাকে। কে এই জগতের চালক? প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা মানব-মনের এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন। যিনি সর্বকার্যের আদি কারণ, মুনি-ঋষিরা তাঁর নাম দিয়েছেন ঈশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর নাম-রূপহীন। ঈশ্বরকে চিন্তা করার জন্য তাঁর গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে তাঁকে ভগবান, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ অসম্ভব, কারণ তিনি অজ্ঞেয়। প্রাচীনকালের সেই তত্ত্বাদর্শী ঋষিগণ যোগবলে ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছেন এবং তা শিষ্যদের বলে গেছেন। এভাবেই আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারছি। আমরাও এখনো যদি মনে করি যোগ বা ধ্যান বলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হতেও পারি, ঈশ্বর পারেই একমাত্র জীব এবং জগতের কৃপা করতে , তিনি হচ্ছেন এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কৃপাময়ী। তার ইশারায় আমি কেন আপনিও পরিচালিত হচ্ছে ন। আর তিনি তার পরিচালিত শক্তির দ্বারায় আমাকে দিয়ে ঈশ্বরী কথা বইটি আপনাদের কাছে পরিবেশন করাচ্ছে। এই বইটি যে সত্যিই আমি করতে পারব আগেও স্বপ্নে ভাবতে পারিনি, সময় যখন হয়ে গেছে তিনি সত্যিই আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিলেন। ঈশ্বরী কথার মূল বিষয়বস্তু যে ঈশ্বর, মানবজাতির কাছে বলতে চাই। ঈশ্বর কি ?কেন আমরা ঈশ্বর বিশ্বাসী করি?ঈশ্বর আছে, না নেই ,এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে ঈশ্বর কি?

'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ কিভাবে এলো 'ঈশ' ধাতুর উত্তরে বরচ প্রত্যয় যোগে 'ঈশ্বর' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। 'ঈশ' ধাতুর অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রভূ। যিনি এই জীব-জগতের সকলের চেয়ে? শ্রেষ্ঠ বা যিনি সকলের প্রভূ, তিনিই ঈশ্বর। আবার যাঁর অষ্টবিধ ঐশ্বর্য আছে, তিনিই ঈশ্বর। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য বলতে অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব বোঝায়। সূক্ষ্ম আকার ধারণ করার ক্ষমতাকে অণিমা, শরীরকে স্থূলাকার করার ক্ষমতাকে মহিমা, ইচ্ছা মত ভারী হওয়ার ক্ষমতাকে গরিমা, ইচ্ছা মত লঘু বা হালকা হওয়ার ক্ষমতাকে লঘিমা, সর্বত্র গমন করার ক্ষমতাকে প্রাপ্তি, নিজ ভোগের ইচ্ছা পূর্ণ করার ক্ষমতাকে প্রাকাম্য, প্রভূত্ব করার ক্ষমতাকে ঈশিত্ব এবং সকলকে বশ করার ক্ষমতাকে বশিত্ব বলে।

ভগবান কে? যাঁর ভগ (গুণ) আছে তিনিই ভগবান। ভগ বলতে ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই ছয়টি গুণকে বোঝায়। এবার ব্রহ্ম প্রসঙ্গে আসা যাক। 'বৃনহ' ধাতু পূর্বক মন দ্বারা ব্রহ্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'বৃনহ' ধাতুর অর্থ বৃহৎ। যিনি বৃহৎ বা অসীম এবং সর্বব্যাপী আছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিরাকার (যাঁর কোন আকার নেই), নিরঞ্জন (যাঁকে অঞ্জন বা চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না), নির্বেদ্য (যাঁকে জানা যায় না), অনন্ত (যাঁর আদি বা অমত্ম নেই), অসীম (যাঁর সীমা নেই), অজর (যাঁর জরতা নেই), অমর (যিনি মরেন না), অবিনশ্বর (যাঁর বিনাশ নেই), অখ- (যাঁকে খ- করা যায় না অর্থাৎ যিনি পূর্ণ), অপরিণামী (যার কোন পরিমান নেই), অবিকার (যাঁর বিকার নেই) এবং বিভু (যিনি শক্তিমান)। ব্রহ্মসূত্রে আছে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'

অর্থাৎ যা হতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, তিনি ব্রহ্ম। এখন প্রশ্ন হল, ব্রহ্ম নিরাকার ও নির্গুণ হলে কিভাবে তিনি জগৎকে নিয়ন্ত্রন করেন? প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের দেহ ও ইন্দ্রিয় না থাকলেও তিনি নিষ্প্রাণ বা জর নয়। ব্রহ্ম চৈতন্যময় কারণ চৈতন্যময় না হলে তিনি পাপ-পূণ্যের বিচার করতে পারতেন না।

মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যাঁর জ্ঞান অপ্রতিহত, সমগ্র সৃষ্টি যাঁর জ্ঞাত, তপস্যা যার জ্ঞানময়, সেই ব্রহ্ম হতেই স্রষ্টা, নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়'। বেদে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বা ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়নি। বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির মধ্যে স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, এক স্রষ্টা প্রকৃতিতে বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। তাঁরা স্রষ্টার সে রূপকে কখনও অগ্নি, কখনও ইন্দ্র, কখনও সূর্য নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ প্রভৃতি দেবতা পৃথক নয়। এক স্রষ্টাই অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

বেদে স্রষ্টাকে পুরুষ নামেও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পুরষ-সূক্তে বলা হয়েছে- 'সে পুরুষের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ। তিনি সমগ্র ভুবনকে পরিব্যাপ্ত করেও নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধে অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজিত আছেন'। শঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে গোবিন্দ নামে আখ্যায়িত করেছেন। শঙ্করাচার্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন, 'সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে যাঁর কথা বলা হয়েছে, যিনি বাক্য ও মনের অতীত এবং পরমানন্দ স্বরূপ সদ-গুরু সেই গোবিন্দ নামধারী পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি'। সহজ কথায় বেদান্তবাক্য দ্বারা যাঁকে জানা যায়, তিনিই গোবিন্দ।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করার উপায় কি? একটি পাত্রে জলের মধ্যে কিছু চিনি রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর চিনি জলে দবীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। চিনি ও জলের দ্রবণে চিনিকে দেখা না গেলেও ঐ দ্রবণ পান করে বোঝা যায় যে, এতে চিনি আছে। এভাবে ঈশ্বরকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করা গেলেও তাঁর অসিত্মত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। ন্যায়-দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছে, তা আলোচনা করা যাক। প্রথমত, সব পদার্থের মধ্যেই একটি কার্য-কারণ সম্বন্ধ থাকে। যা থেকে কার্য সৃষ্টি হয়, তাই কারণ। কুমার মাটি দিয়ে ঘট তৈরি করে, এখানে মাটি কারণ এবং ঘট কার্য। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়, পবর্ত, সমুদ্র, বন প্রভৃতি সবই যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থ অংশের সমষ্টি এবং এর আকার-আকৃতি রয়েছে। তাই যৌগিক পদার্থ মাত্রই কার্য। প্রত্যেক কার্যের একটি কারণ আছে। তাই চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কার্যেরও কারণ আছে। কারণ প্রধানত দুই প্রকার, যথা- উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। যেমন- ঘটের উপাদান কারণ মাটি এবং নিমিত্ত কারণ কুমার। চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির কার্যেরও উপাদান ও নিমিত্ত কারণ থাকবে। পঞ্চভূতই (মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ) এদের উপাদান কারণ। তবে এদের নিমিত্ত কারণ কে? চন্দ্র, সূর্য, প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত কারণই ঈশ্বর। দ্বিতীয়ত এ জগতে কেউ ধনী,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

মুম্বাইয়ের বাড়ি ছেড়ে দিল্লিতে পরিণীতি, বাতিল হানিমুন!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চড্ডার বিয়ের পর তিনটি রিসেপশনের আয়োজন করার কথা ছিল। সেগুলো বাতিলের খবর আগেই এসেছিল। এবার শোনা যাচ্ছে, শুধু বৌভাত নয়, পরিণীতি-রাঘব নাকি তাদের হানিমুন প্ল্যানও আপাতত বাতিল করেছেন।

টাইমস অব ইন্ডিয়া খবর অনুযায়ী, বিয়ের জন্য বহুদিন ধরে কাজ থেকে দূরে রয়েছেন পরিণীতি। তাই তাড়াতাড়ি কাজে ফেরার জন্যই নাকি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরিণীতি। এছাড়া মুম্বাইয়ের বাড়ি ছেড়ে নাকি দিল্লিতে রাঘবের বাড়িতেই পাকাপাকি থাকবেন পরী। নতুন সংসার গোছানোর জন্যই নাকি আপাতত সময় চান অভিনেত্রী।

২৪ সেপ্টেম্বর রবিবাসরীয় গোধূলি লগ্নে পাঞ্জাবী রীতি রেওয়াজ মেনে উদয়পুরে রাজকীয় বিয়ে সেরে পরের দিনই দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন রাঘব চাড্ডা ও পরিণীতি চোপড়া। 'আম আদমি; সাংসদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর হাই প্রোফাইল বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে দেশজুড়ে চর্চা। দিন তিনেক বাদেও সেই রেশ কাটেনি। কবে হচ্ছে রাঘব-পরিণীতির রিসেপশন? কৌতূহল তুঙ্গে।

তাহলে কি পরিণীতির বউভাত হচ্ছে না? এমন জল্পনার মাঝেই একাধিক বলিউড মাধ্যম বলছে, চণ্ডীগড় ও দিল্লিতে কোথাও রাঘব-পরিণীতির রিসেপশন হচ্ছে না। তবে মুম্বাইয়ের বন্ধুদের জন্য পার্টি দিতে পারেন অভিনেত্রী।

কিছুদিনের মধ্যেই নিজের 'মিশন রানিগঞ্জ' ছবির প্রচারে নামবেন পরিণীতি। এই ছবিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার। অন্যদিকে রাঘব সংসদের শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে শুরু হবে অধিবেশন।

এখনকার পরিচালকদের আঁতেল বললেন সুমিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় খল অভিনেতা সুমিত গাঙ্গুলি। ১৯৯৩ সালে রুপালি জগতে পা রেখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সময়ের সঙ্গে ভারতীয় বাংলা সিনেমায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। যুক্ত হয়েছেন নতুন নতুন পরিচালক, অভিনয়শিল্পী। নতুনদের ভিড়ে এখন আর দেখা যায় না সুমিতকে। কিন্তু কোথায় হারালেন এই অভিনেতা?

সম্প্রতি ভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সুমিত। চলচ্চিত্রে না থাকার কারণ জানতে চাইলে নতুন পরিচালকদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন এই অভিনেতা।

সুমিত গাঙ্গুলি বলেন, 'দর্শক আমাকে দেখতে পারছেন না তার কারণ একটাই, আমি যে পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতাম তারা হারিয়ে গিয়েছেন। তাদের দেখতে পারছেন মানুষ? এখন যারা এসেছেন, যেসব ছেলেমেয়েরা পরিচালক তারা সব আঁতেল! তারা সিনেমাটা বোঝে না। অদ্ভুত সব বিষয় সিনেমায় নিয়ে আসছে। একটা হাত নেই, একটা পা নেই, অদ্ভুত সব হিরো। বস্তিতে থাকে, একটা চূড়ান্ত গরীব হিরো। তাকে গিয়ে আমি মারব? এসব পাবলিক দেখবে?'

সুমিত গাঙ্গুলি বলেন, 'এরা মানুষের আবেগ বুঝে না। মানুষ কি পছন্দ করে তা জানে না। মারধর করা সিনেমা না হলে, আমায় দেখা যাবে কীভাবে? সম্ভবই না। আর এখন যারা পরিচালক, তারা আমায় চেনেই না। তারা কোনো দিন বাংলা সিনেমা দেখেইনি। তাহলে আমার কাজের সুযোগ আসবে কোথা থেকে?'

শাহরুখের কায়দায় ফেরার আভাস দিলেন সালমান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কিং খান শাহরুখ খান চলতি বছরে 'পাঠান' ও 'জাওয়ান' সিনেমা দিয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়ে ক্যারিয়ারের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন। এবার সালমান খানও খানিকটা শারুখের কায়দায় ফেরার আভাস দিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, তার তুরুপের তাস হতে চলেছে আসন্ন সিনেমা 'টাইগার ৩'।

২০১৭ সালের পর থেকে সালমান খানের কোনও সিনেমাই সেভাবে সাফল্য পায়নি। ফলে ভাইজানের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় তার ভক্তরা। সেই অপেক্ষার পালা শেষ হচ্ছে। বুধবার প্রকাশ্যে এসেছে মনীশ শর্মা পরিচালিত 'টাইগার ৩'র টিজার। এটি দেখে অন্তত এমনটাই মনে করছেন দর্শক-সমালোচকরা।

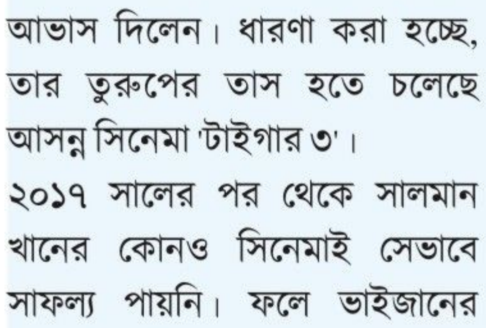

দেশপ্রেমের সঙ্গে তুমুল অ্যাকশন; এটা বরাবরই সালমানের প্রিয় ও সফল ক্ষেত্র। 'এক থা টাইগার' ও 'টাইগার জিন্দা হ্যায়' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নতুন ছবিতেও সেই মশলা নিয়ে হাজির তিনি।

'জাওয়ান' সিনেমায় যেমন বাবা-ছেলের আবেগ ও দেশপ্রেম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছেন শাহরুখ খান, সালমানও যেন সেই ফর্মুলায় হাঁটলেন। তবে বিষয়বস্তু যেমনই হোক, সালমানকে চেনা অ্যাকশন অবতারে দেখে তার ভক্তদের মনে উচ্ছ্বাসের জোয়ার বইছে। টিজারের শেষ সংলাপটি দর্শকের আগ্রহ আরও কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে সালমান বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত টাইগার মরেনি, ততক্ষণ পর্যন্ত সে হারেনি।'

'টাইগার ৩'তে সালমান খানের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। এছাড়া ভিলেন চরিত্রে ইমরান হাশমিকে দেখা যেতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। এছাড়া এতে অতিথি চরিত্রে হাজির হবেন 'পাঠান' রূপী শাহরুখ খান। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে আগামী নভেম্বরে ছবিটি মুক্তি পাবে হিন্দি, তামিল ও তেলুগু ভাষায়।

ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সামনে আনতে চাই না : পার্ণো

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্ণো মিত্র। কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহুবার আলোচনায় এসেছেন তিনি। তবে ব্যক্তিগত জীবনটা সবসময় আড়ালেই রেখেছেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ব্যক্তিগত জীবন একেবারেই সামনে আনতে চান না পার্ণো। সাক্ষাৎকারে আলাপচারিতার একপর্যায়ে অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, পার্ণো মিত্র এখন সিঙ্গেল কি না? জবাবে অভিনেত্রী বলেন, কেন বলব? কী মনে হয়? দেখুন, আমার ব্যক্তিগত জীবনটা সবসময় আড়ালেই রাখতে চাই। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো সামনে আনতে চাই না। এমনকি এটা নিয়ে কথাও বলতে চাই না। বর্তমানে আমি ভীষণ আনন্দে রয়েছি।

বিয়ে নিয়ে পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে চাইলে পার্ণো মিত্র বলেন, পাত্র পেলে ঠিক সময়ে সবাইকে বিয়ের বিষয়ে জানিয়ে দেব। টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায়, নির্মাতা মৈনাক ভৌমিকের সঙ্গে প্রেম ছিল পার্ণোর। যদিও পার্ণো-মৈনাক বরাবরই নিজেদের কেবলই বন্ধু বলে দাবি করেছেন। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির ঘনিষ্ঠ সূত্র বলে বন্ধুত্বের চেয়েও তাদের মাঝে আরও বেশি কিছু ছিল।

তবে পরবর্তীতে গুঞ্জন ওঠে, রনি নামে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন পার্ণো। রনি তার পুরোনো বন্ধু। তবে এ নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে 'রঞ্জনা আমি আর আসবো না' সিনেমার মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে অভিষেক হয় পার্ণোর। এরপর 'বেডরুম', 'আমি আর আমার গার্লফ্রেন্ডস', 'অপুর পাঁচালী', 'রাজকাহিনী' সহ বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়ান এই অভিনেত্রী।

ছক্কা হাঁকানোয়
রেকর্ড গড়লেন রোহিত

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : রাজকোটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫০টি ছক্কা হাঁকালেন তিনি। এরই মাধ্যমে ক্রিস গেলকে টপকে সব থেকে কম ম্যাচ খেলে এই মাইলফলক পার করলেন রোহিত। তবে সব থেকে বেশি ছক্কা হাঁকানোর তালিকায় এখনও এক নম্বরে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার।

ইউনিভার্স বস নামেও পরিচিত গেল। তিনিই একমাত্র ক্রিকেটার যার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে (টেস্ট, ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে) ৫৫০টির বেশি ছক্কা মারার কৃতিত্ব আছে। রোহিত ৫৫০টি ছক্কা মারলেন ৪৫১টি ম্যাচ খেলে। গেল ৪৮৩টি ম্যাচ খেলে ৫৫৩টি ছক্কা মেরেছেন। রোহিত ছাড়া আর কোনও ক্রিকেটার এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫০টি ছক্কা মারার কাছে নেই। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শাহিদ আফ্রিদি। পাকিস্তানের ব্যাটার ৪৭৬টি ছক্কা মেরেছেন। কিন্তু তিনি অবসর না নিলেও এখন আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সুযোগ পান না।

রোহিত এখনও পর্যন্ত ৫২টি টেস্ট, ২৫১টি ওয়ানডে এবং ১৪৮টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে টেস্টে ৭৭টি, এক দিনের ক্রিকেটে ২৯১টি এবং টেস্টে ১৮২টি ছক্কা মেরেছেন ভারত অধিনায়ক। ভারতীয়দের মধ্যে সব থেকে বেশি ছক্কা মারার তালিকায় রোহিতের পরেই রয়েছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৫৯টি ছক্কা মেরেছিলেন।

রোহিতের এক দিনের ক্রিকেটে ১০ হাজার রান পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৭ হাজারের বেশি রান করেছেন তিনি। বিশ্বকাপেও তার ব্যাট থেকে রান দেখতে চাইবেন সমর্থকেরা।

ভারতে কড়া নিরাপত্তার চাদরে পাকিস্তান দল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ সাত বছর পর ভারতের মাটিতে পা রেখেছে পাকিস্তান ক্রিকেট দর। আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতের মাটিতে পা রাখার পরই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে।

হায়দারাবাদের বিমানবন্দরে পা রাখার পর পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। রাজনৈতিক বৈরিতার কারনে ২০১২ থেকে দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলছে না দু'দল। আইসিসির ইভেন্টেই কেবল খেলতে দেখা যায় চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল ভারত-পাকিস্তানকে।

৬ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে পাকিস্তান। ১৪ অক্টোবর আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিন্দ্বন্দি ভারতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। পাকিস্তান ছাড়া আগে পাক অধিনায়ক বাবর বলেন, 'শুধু ভারতের বিপক্ষে খেলতে যাচ্ছে না পাকিস্তান।'

১০ দলকে নিয়ে ৪৬ দিনে ৪৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া বিশ্বকাপে। ১৯ নভেম্বর ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে বিশ্বকাপ। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যায় পাকিস্তান।

অ্যাগারের ইনজুরিতে
বিশ্বকাপ দলে লাবুশেনে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিয়েছেন প্রাথমিক দলে সুযোগ না পাওয়া মার্নাস লাবুশেনে। অ্যাশটন অ্যাগারের ইনজুরিতে কপাল খুলেছে এই ব্যাটারের।

পায়ের পেশির চোটের কারণে বাদ পড়েছেন বাঁহাতি স্পিনার অ্যাগার। এদিকে ইনজুরিতে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আরেক ক্রিকেটার ট্রাভিস হেড। বিশ্বকাপের প্রথম দিকে দলে থাকবেন না তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চতুর্থ ওয়ানডেতে বাম হাতে আঘাত পাওয়ার পর হাতে চিড় ধরা পড়ে তার। সেখান থেকে সেরে উঠতে চার সপ্তাহ লাগতে পারে এই ব্যাটারের। তার বদলে প্রথমভাগে ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে ওপেনিংয়ে নামবেন মিচেল মার্শ।

প্রাথমিক দলে জায়গা না পাওয়ার পর পারফরম্যান্স বাড়ানোয় মনোযোগ দেন লাবুশেন। শেষ ৮ ওয়ানডে ম্যাচে এই ব্যাটারের স্ট্রাইক রেট ৯৭.৭। এর আগে দুই বছরে যেটি ছিল ৭৪.৯। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে স্টিভেন স্মিথের 'কনকাশন বদলি' হিসেবে সুযোগ পেয়ে খেলেন ম্যাচ জয়ী ৮০ রানের অপরাজিত ইনিংস। পরের ম্যাচেই উপহার দেন সেঞ্চুরি। দারুণ এই পারফরম্যান্সেই বিশ্বকাপ দলে ঢুকে পড়েছেন তিনি।

একনজরে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল: প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভেন স্মিথ, অ্যালেক্স কেয়ারি, জশ ইংলিস, শন অ্যাবট, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হেইজেলউড, ট্রাভিস হেড, মার্নাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টয়নিস, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জ্যাম্পা, মিচেল স্টার্ক।

মুরালির চোখে
বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যারা

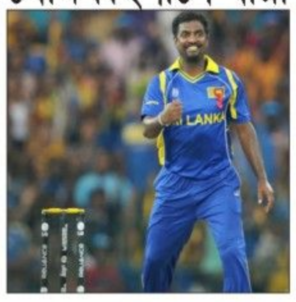

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন। টেস্ট ক্রিকেটে ৮০০ উইকেট শিকার করা মুরালি মাঠে বেশ চুপচাপ থাকলেও, ড্রেসিংরুম নাকি মাতিয়ে রাখতেন সারাক্ষণ। মুরালির এমন গুণ অবশ্য প্রকাশ পেয়েছে পরে। যখন তিনি খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি সেই ক্রিকেট বিশ্লেষণ আর ধারাভাষ্য নিয়েই দিন পার করছেন। ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে বর্তমানে এই লঙ্কান গ্রেট আছেন সেখানেই। একইসঙ্গে প্রচারণা চালাচ্ছেন নিজের বায়োপিক '৮০০' নিয়ে। নিজের চলচিচত্রের প্রচারণায় কলকাতা যেয়েও তিনি কথা বলেছেন ক্রিকেট নিয়ে। এবারের বিশ্বকাপের সেরা চারে থাকবেন কারা? এমন প্রশ্নের উত্তরে মুরালি বেছে নিয়েছেন তিন দেশকে।

অফস্পিনের এই জাদুকর বলেন, 'ঘরের মাঠে যে দল খেলে, বিশ্বকাপে সে তো সুবিধা পাবেই। ভারতকে তাই রাখতেই হবে। ইংল্যান্ড এখন খুব ভাল খেলছে। ওরাও বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার ক্ষমতা রাখে। আর বিশ্বকাপে কখনও অস্ট্রেলিয়াকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। এই তিন দলের সঙ্গে চতুর্থ দল কে হবে সেটাই দেখার। অনেক দলই ক্ষমতা রাখে। তবে শ্রীলঙ্কাকে সেমিফাইনালে উঠতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।'

৯৬ সালে বিশ্বকাপ জিতেছেন। ২০০৭ আর ২০১১ সালে ছিলেন রানারআপ দলের সদস্য। এবার শ্রীলঙ্কার সম্ভাবনাও দেখছেন ভালোভাবেই। শ্রীলঙ্কার বিষয়ে মুরালির পর্যবেক্ষণ, তার দেশের দলে একাধিক তরুণ রয়েছে। সঙ্গে বেশ কিছু অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররাও রয়েছেন। তারা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলতে পারলে শেষ চারে শ্রীলঙ্কাকে না দেখার মতো কোনও বিষয় নেই।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি

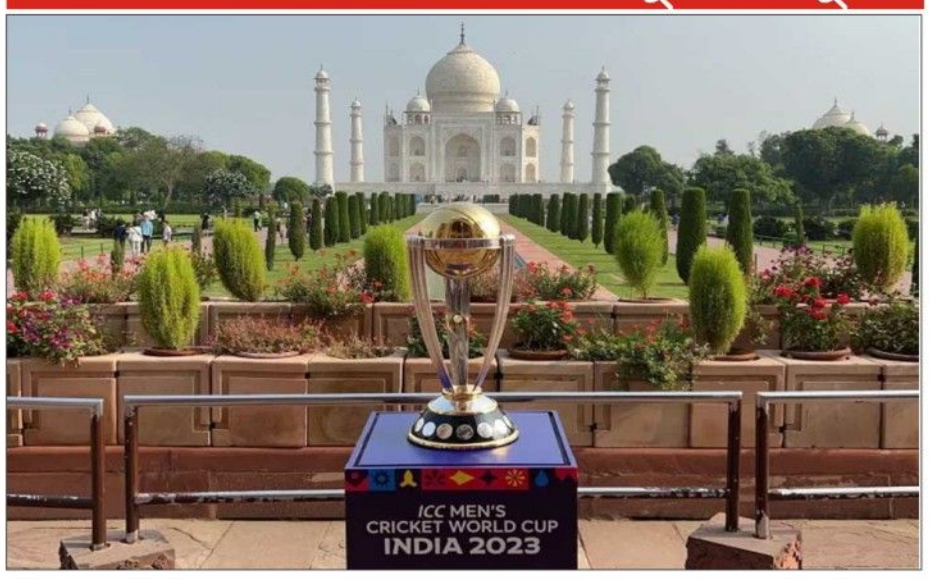

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতের ১০টি শহরে ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩। যা আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। ৪৬ দিনের বিশ্বকাপে মোট ম্যাচ আছে ৪৮টি। নিচে আইসিসি প্রকাশিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২৩ এর পূর্ণাঙ্গ সূচি দেওয়া হলো।

৫ অক্টোবর-ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড-আহমেদাবাদ
৬ অক্টোবর-নেদারল্যান্ডস-পাকিস্তান -হায়দরাবাদ
৭ অক্টোবর-বাংলাদেশ-আফগানিস্তান-ধর্মশালা
৭ অক্টোবর-দক্ষিণ আফ্রিকা-শ্রীলঙ্কা-দিল্লি
৮ অক্টোবর-ভারত-অস্ট্রেলিয়া -চেন্নাই
৯ অক্টোবর-নিউজিল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস-হায়দরাবাদ
১০ অক্টোবর-বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড-ধর্মশালা (দিনের ম্যাচ)
১০ অক্টোবর-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-হায়দরাবাদ
১১ অক্টোবর ভারত-আফগানিস্তান দিল্লি
১২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা লক্ষ্মৌ ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড চেন্নাই
১৪ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তান আহমেদাবাদ
১৫ অক্টোবর-ইংল্যান্ড-আফগানিস্তান-দিল্লি
১৬ অক্টোবর- অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা- লক্ষ্ণৌ
১৭ অক্টোবর-দক্ষিণ আফ্রিকা-নেদারল্যান্ডস - ধর্মশালা
১৮ অক্টোবর-নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান-চেন্নাই
১৯ অক্টোবর-ভারত-বাংলাদেশ-পুনে
২০ অক্টোবর-অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান- বেঙ্গালুরু
২১ অক্টোবর-ইংল্যান্ড- দক্ষিণ আফ্রিকা-মুম্বাই
২১ অক্টোবর বাছাই ১ - বাছাই ২- লক্ষ্ণৌ
২২ অক্টোবর-ভারত-নিউজিল্যান্ড -ধর্মশালা
২৩ অক্টোবর-পাকিস্তান-আফগানিস্তান -চেন্নাই
২৪ অক্টোবর-বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা -মুম্বাই
২৫ অক্টোবর-অস্ট্রেলিয়া-নেদারল্যান্ডস- দিল্লি
২৬ অক্টোবর-ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা- বেঙ্গালুরু
২৭ অক্টোবর-পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা-চেন্নাই
২৮ অক্টোবর-বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস-কলকাতা
২৮ অক্টোবর-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড-ধর্মশালা
২৯ অক্টোবর-ভারত-ইংল্যান্ড-লক্ষ্ণৌ
৩০ অক্টোবর-আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা-পুনে
৩১ অক্টোবর-বাংলাদেশ-পাকিস্তান-কলকাতা
১ নভেম্বর-নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা -পুনে
২ নভেম্বর-ভারত- শ্রীলঙ্কা-মুম্বাই
৩ নভেম্বর-আফগানিস্তান -নেদারল্যান্ডস-লক্ষ্ণৌ
৪ নভেম্বর-ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া-আহমেদাবাদ
৪ নভেম্বর-নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান-বেঙ্গালুরু
৫ নভেম্বর-ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা -কলকাতা
৬ নভেম্বর -বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা-দিল্লি
৭ নভেম্বর-অস্ট্রেলিয়া-আফগানিস্তান -মুম্বাই
৮ নভেম্বর-ইংল্যান্ড -নেদারল্যান্ডস-পুনে
৯ নভেম্বর-নিউজিল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা-বেঙ্গালুরু
১০ নভেম্বর-দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান -আহমেদাবাদ
১১ নভেম্বর-বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া-পুনে (দিনের ম্যাচ)
১১ নভেম্বর-ইংল্যান্ড-পাকিস্তান- কলকাতা
১২ নভেম্বর-ভারত-নেদারল্যান্ডস-বেঙ্গালুরু
নকআউট পর্ব ১৫ নভেম্বর প্রথম সেমিফাইনাল - মুম্বাই
১৬ নভেম্বর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল- কলকাতা
ফাইনাল ১৯ নভেম্বর - আহমেদাবাদ উল্লেখ্য, এর আগে থ্রিবান্দাম, গৌহাটি ও হায়দরাবাদে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর দলগুলো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে।

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ম্যাচ কবে, কখন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৬ বিশ্বকাপে চলতি বছরের অক্টোবরেও দুটি করে ম্যাচ খেলবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। এরই মধ্যে সেই সূচিও প্রকাশ করেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল।

সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনাব্রাজিল একটি ম্যাচ আলাদা দিনে হলেও এবার একই দিনে পড়েছে দুটি ম্যাচই। এর মধ্যে মাত্র ৩০ মিনিট ব্যবধানে মাঠে গড়াবে একটি ম্যাচ।

কনমেবলের সূচি অনুযায়ী, ১৩ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ। আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস এইরেসের এস্তাদিও মাস মনুমেন্তালে এই ম্যাচে মেসি বাহিনীর প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে।

মেসিদের পরের ম্যাচ পেরুতে। আগামী ১৮ অক্টোবর বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টায় লিমার এস্তাদিও নাসিওনালে গড়াবে ম্যাচটি।

অন্যদিকে ১৮ অক্টোবর পেরু-আর্জেন্টিনার ঘণ্টা দুয়েক আগে মাঠে নামবে ব্রাজিল। বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় মন্তেভিদেওর এস্তাদিও সেন্তেনারিওতে উরুগুয়ের বিপক্ষে খেলবে নেইমাররা।

এর আগে, ১৩ অক্টোবর কুইয়াবার অ্যারেনা পান্তানালে বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৬টায় ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল।

এবারের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচের সূচিও ঘোষণা করেছে কনমেবল। আগামী ২১ নভেম্বর মুখোমুখি হবে দল দুটি। এই ম্যাচে নেইমার-অ্যালিসনরা আতিথ্য দেবেন মেসি-দি মারিয়াদের। তবে এখনও এই ম্যাচের ভেন্যু এবং শুরুর সময় জানা যায়নি।

সর্বশেষ ২০২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কাতার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে ব্রাজিলে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। কিন্তু খেলা শুরুর ৭ মিনিটের মাথায় স্থগিত হয় ম্যাচটি। তবে পরের আর ম্যাচটি আয়োজিত হয়নি।

শেষ মুহূর্তে ভারতের
বিশ্বকাপ দলে অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : শেষ মুহূর্তে ভারতের বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হলো রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। চোট পাওয়া অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় দলে নেওয়া হলো তাকে। আজ বৃহস্পতিবার এ পরিবর্তন এনেছে ভারত।

ভারতের মাটিতে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। এর আগে আজ শেষবারের মতো দল পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল।

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলার সময় চোট পেয়েছিলেন অক্ষর। হাতের সেই চোট এখনো সারেনি তার। সেই কারণে তার জায়গায় ডানহাতি স্পিনার অশ্বিনকে নেওয়া হলো। কুলদীপ যাদব এবং রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে তৃতীয় স্পিনার হিসেবে দলে এলেন অশ্বিন। এশিয়া কাপের দলে ছিলেন না অশ্বিন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তাকে দলে নেওয়া হয়। দেড় বছর পর ওয়ানডের দলে ফেরানো হয় তাকে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে দুটি ম্যাচ খেলেছেন অশ্বিন। এই ২ ম্যাচে তিনি উইকেট নিয়েছেন ৪টি। তার পর থেকেই তাকে দলে নেওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি উঠতে থাকে।

ভারতীয় দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আয়ার, লোকেশ রাহুল, সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিশান, হার্দিক পান্ডিয়া, শার্দুল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, মোহম্মদ শামি, যশপ্রীত বুমরাহ এবং মোহম্মদ সিরাজ।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR